সংবাদ

তারিখ 06 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

নিষিদ্ধ হলেও সংযুক্ত ক্যাম্পাসের নামে চলছে আউটার ক্যাম্পাস

রাকিব উদ্দিন

আইন ও কাগজ-কলমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আউটার ক্যাম্পাস' (দূর শিখন) নিষিদ্ধ থাকলেও 'অ্যানেক্স' বা সংযুক্ত ক্যাম্পাসের নামে এই ধরনের ক্যাম্পাসের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আবার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করেও রাজধানীতে অস্থায়ী ক্যাম্পাসের কার্যক্রম বন্ধ করেনি। আইন মানা হচ্ছে- সরকারকে এটি বুঝাতেই তারা অস্থায়ী ক্যাম্পাস চালু রেখেছেন বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তাদের ধারণা, রাজধানীর বাইরে ক্যাম্পাস স্থানান্তর করলে প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে না।

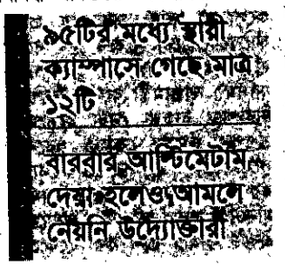

জানা গেছে, দেশের ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমানে স্থায়ী বা নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে মাত্র ১২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১২ সালে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের। আর অস্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন ৩৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বাকি ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ জমি ক্রয় করেনি, করতে পারেনি বা জমি কেনায় আগ্রহ নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গত পাঁচ বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তর করার জন্য চার-পাঁচবার আল্টিমেটাম ও নির্দেশনা দেয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা খুব একটা আমলে নেয়নি। সর্বশেষ গত ২৪ আগস্ট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন মেয়াদে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয় নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা এবং ডিসেম্বরের মধ্যে সবাইকে অস্থায়ী ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ইউজিসি'র একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম

নিষিদ্ধ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নিষিদ্ধ : হলেও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আল্টিমেটাম দেয়া হয়। এ ব্যাপারে আমরা মন্তব্য করতে পারি না। তবে ইউজিসির নিয়মিত পরিদর্শনের কারণে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য জমি ক্রয় ও একাডেমিক কার্যক্রম উন্নয়নে অধিকতর সক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে।'

বনানীতে অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'রাজধানীতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেও আমরা পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী পাচ্ছি না। সেক্ষেত্রে সাভার, গাজীপুরে স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করলে প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে? ঢাকার শিক্ষার্থীরা সেখানে গিয়ে ভর্তি হবে? তাছাড়াও নিজস্ব ক্যাম্পাস পুরোপুরি চালু করতে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। সরকার কী আমাদের সুদমুক্ত ঋণ দেবে? এসব কারণেই রাজধানীতে থাকতে হচ্ছে, সংযুক্ত ক্যাম্পাসও প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীতে সংযুক্ত ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইবাইস, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তমারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

এ ব্যাপারে ইবাইস ইউনিভার্সিটির উদ্যোক্তা প্রফেসর জাকারিয়া লিংকন বলেন, '২০০২ সালে আমাকে বাড়ী নং-৫, সড়ক নং-১০ (পুরাতন-২৭), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ ঠিকানায় ইবাইস ইউনিভার্সিটি স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জনৈক শওকত আজিজ রাসেল ধানমন্ডির ১৬ নম্বর সড়কের (পুরাতন ২৭) ২১/এ নং- বাড়ীতে অননুমোদিত একটি ক্যাম্পাস চালু করে, যা পুরোপুরি অবৈধ। এটির কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ নিয়ে আমি হাইকোর্টে মামলা করেছি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে, তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। কিন্তু ইউজিসি কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গিয়ে জানতে পান, মানারাত ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ঢাকায় অস্থায়ী ও সংযুক্ত ক্যাম্পাসেও শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ রেখে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই (১৯৯৬) এক ব্যক্তি এশিয়ান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও পরিবারের সদস্যের মাধ্যমে ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানা গেছে, নিয়ম অনুযায়ী শাখা ক্যাম্পাসের অনুমোদন দেয়ার এখতিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। তবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এড়িয়ে গিয়ে বিশ্বদ্যিালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদন নিয়ে আউটার ক্যাম্পাস চালু করেছিল। পরে সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করে। এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানীর ধানমন্ডি (বাড়ি-২৩, রোড-৩), লিডিং ইউনিভার্সিটির ঢাকা আউটার ক্যাম্পাস (৮৩ সিদ্ধেশ্বরী) এবং ইউআইটিএস কাকরাইলে ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, 'রাজধানীর আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা, ব্যস্ততম সড়কের পাশে মার্কেট ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্বল্পপরিসরে ভাড়া করা ভবনে ক্যাম্পাস খুলে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছেন বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। লোভনীয় বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে এগুলোতে ভর্তি হচ্ছে শিক্ষার্থীরা, যাদের একটি বড় অংশ চাকরিজীবী।

অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়কে কেউ কেউ পারিবারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করছেন। উদ্যোক্তারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পাশাপাশি অর্থের বিনিময়ে ক্যাম্পাস ভাড়া বা অন্যপক্ষকে লিজ দিচ্ছেন। এসব কারণে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হচ্ছে। আবার কিছু ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে জমি ক্রয় না করে মালিক বা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের নামে জমি ক্রয় করেছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল তছরুপ হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে সরকার অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৯৫টি। এর মধ্যে পুরনো ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮টির সাময়িক অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হয় ২০০৯ সালের আগস্টে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় সাঁত বছরের সাময়িক অনুমোদন নিয়ে গত ১৭ বছরে মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থায়ী অনুমোদনের শর্ত পূরণের দাবি করে সরকার থেকে সনদ পেয়েছে। এই তিনটির একটি 'সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' স্থায়ী সনদ পেলেও এই প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী ক্যাম্পাস এখনও চালু রয়েছে।